দামুড়হুদায় সি আর সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামী আটক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা থানা পুলিশের অভিযানে ০৬ মাসের সিআর সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি আব্দুল হান্নান আলীকে আটক করেছে দামুড়হুদা থানা পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) দুপুর ১ টার দিকে আটক করা হয়। আটককৃত আব্দুল হান্নান দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কুতুবপুর গ্রামের নসকর শেখের ছেলে।

থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো: আব্দুল খালেক এর নেতৃত্বে এএস আই মো: বিল্লাল হোসেন, এএস আই মো: মুজিবর রহমান, সঙ্গীয় ফোর্সসহ, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কুতুবপুর গ্রামে নিজ বসত বাড়ীতে অভিযান চালিয়ে আটক করা হয়।

আটককৃত আব্দুল হান্নান আলীর দামুড়হুদা থানায় ১টি মামলায় আদালত তাকে ০৬ মাসের কারাদণ্ড দেন। এরপর থেকে আব্দুল হান্নান পলাতক ছিলেন।

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি দল আজ দুপুর ১ টার দিকে গোপনে নিজ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আটক করেছেন বলে জানান পুলিশ।

দামুড়হুদায় শতাধিক পরিবার পানিবন্দি

দামুড়হুদা পুরাতন হাউলী, চিৎলা ও কোষাঘাটা এই তিন গ্রামের প্রায় শতাধিক পরিবার এক সপ্তাহ পানিবন্দি অবস্থায় দিনপার করছেন। মুসল্লীরা আসতে পারছেন না মসজিদে। রান্নার চুলার মধ্যেও জমে রয়েছে পানি।

অনেকেই রান্না করতে না পেরে মানবেতন জীবনযাপন করছেন। খবর পেয়ে পরিদর্শনে যান দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু। তিনি গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে পুরাতন হাউলীর মাঠপাড়ায় যান। মাঠপাড়ার প্রতিটি বাড়ির সামনে হাটুসমান পানি জমে থাকতে দেখা যায়। জমে থাকা পানি অপসারণের লক্ষে তিনি তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেন এবং বন্ধ করে দেয়া সরকারি খালের মুখ খুলে দেয়ার জন্য কথা বলেন। এ ছাড়া ওই মহল্লায় দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের জন্য ড্রেন নির্মাণ করে দেয়ার প্রতিশ্রতি ব্যক্ত করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা আনছারআলী বিশ্বাস, শাসমুল ইসলাম, কলিম উদ্দীন কলম, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জামিরুল ইসলাম, সৈয়দ মাসুদুর রহমান খোকনসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

তিনি বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে চিৎলা গ্রামে যান এবং প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তায় জমে থাকা হাটুসমান পানি অপসারণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল করিম মেম্বার, হাজি আব্দুল কাদির, রফিকুল ইসলাম রফিক, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সাহেব আলী, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজু আহম্মেদ রিংকুসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

এ দিকে দামুড়হুদা কোষাঘাটা গ্রামের বেশ কয়েকটি বসতবাড়ির ওঠানে হাটু সমান পানি জমে থাকতে দেখা গেছে। প্রায় এক সপ্তাহ যাবত পানি জমে থাকায় চরম মানবেতর জীবনযাপন করছেন ওই সমস্ত ভুক্তভোগী পরিবারের লোকজন।

বড়বলদিয়ায় বিজিবির মাদক বিরোধী অভিযান: ১০ কেজি

গাঁজা উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১০ কেজি ভারতীয় গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

উদ্ধারকৃত গাঁজা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিসে জমা করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন পরিচালক অধিনায়ক মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান (পিএসসি) গতকাল বুধবার রাত ১১ টার দিকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গতকাল বুধবার বিকেল ৫ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনস্থ দর্শনা বিওপির বিশেষ টহল কমান্ডার নায়েক জুলহাস উদ্দিন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানার অন্তর্গত সীমান্তবর্তী

বড়বলদিয়া গ্রামের মাঠে মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় ১০ কেজি ভারতীয় গাঁজা আটক করতে সক্ষম হন। তবে এ ঘটনায় কোন চোরাচালানকারীকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

কার্পাসডাঙ্গা পুলিশক্যাম্প ইনচার্জের উদ্যোগে মাস্ক বিতরণ

“বাড়ির বাইরে বের হলে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করি” এ স্লোগানকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ এস আই মেজবাহুর রহমান শতাধিক মানুষের মাঝে মাস্ক বিতরণ করেন।

গতকাল বেলা সাড়ে ১১ টার সময় কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ মোড় ও পুলিল ক্যাম্প মোড়ে ভ্যান, পাখিভ্যান, আটো চালক, অটোর যাত্রী

ও রাস্তায় চলাচলরত সাধারণ মানুষের মুখে মাস্ক পরিয়ে দেন।

দীর্ঘ লকডাউনের পর সরকার লকডাউন উঠিয়ে নিলে ও প্রশাসনের নজরদারি শিথিল হলে সাধারণ জনতা আর করোনাভাইরাসকে কিছুই মনে করছেনা। সড়কে যানবাহন চলাচল ও বাজারের দোকান খোলা থাকায় স্বাভাবিক হয়ে পড়ছে মানুষের জীবনযাত্রা।

সরকার স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ও বাড়ির বাইরে বের হলে মুখে মাস্ক পরার কথা প্রচার করলেও কেউ মানছে না এ আচরণবিধি। দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের হার বাড়লেও মুখে মাস্ক পরতে অনিহা মানুষের। রাস্তায় চলাচলরত ৯৫% ভাগ মানুষেরই মাস্ক নেই।

সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে কার্পাসডাঙ্গা পুলিশক্যাম্প ইনচার্জ নিজের টাকাই মাস্ক কিনে মানুষের মাঝে বিতরণ করেন এবং সবাইবে মাস্ক ব্যবহার করতে অনুরোধ করেন।

মেহেরপুরে নতুন করে মা-মেয়ে সহ ৫ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আরো ৫ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। আক্রান্তের মধ্যে ৩ জন মেহেরপুর সদরে ও ২ জন মুজিবনগর উপজেলার। এর মধ্যে একই পরিবারের দুই জন তারা হলেন মা ও মেয়ে।

বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া পজেটিভদের পরিচয় হলো মেহেরপুর ডাচ বাংলা ব্যাংকের ম্যানেজার আব্দুল্লাহ আল মামুন(৩৯) ও দুই স্টাফ মুকুল উদ্দিন (৩৪) ও আজিম আলী (২৮)।

এ দিকে মুজিবনগর উপজেলার আক্রান্ত দু জন হলেন একই পরিবারের মা ও মেয়ে। তারা হলেন মুজিবনগরের পুরন্দরপুর গ্রামের সাবিনা ইয়াসমিন
(২৫) ও তার মেয়ে আনিকা (০৪)।

এ নিয়ে জেলায় ১২০ (সদর- ৬৪, গাংনী -৪৩, মুজিবনগর -১৩) জন করোনায় আক্রান্ত হলেন। এর মধ্যে ৬৫ জন সুস্থ হয়েছেন, ৬ জন মারা গেছেন। ১০ জনকে রেফার্ড করা হয়েছে।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন জানান, আজ বৃহস্পতিবার নমুনা পাঠানো হয়েছে ১৭টি (সদর+হসপিটাল ১৫ মুজিবনগর ০২) কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, আজ ৩৩ টি রিপোর্ট এসেছে। এর মধ্যে ৫টি পজিটিভ।

তিনি জানান, এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা ২১৫৪টি।

মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসককে শুভেচ্ছা জানালো বাংলাদেশ কংগ্রেস

মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে বাংলাদেশ কংগ্রেস মেহেরপুর জেলা শাখার নের্তৃবৃন্দরা। এ সময় তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

বৃহস্পতিবার দুপুরে বাংলাদেশ কংগ্রেস মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য সচিব মোঃ রাহাতুল হোসেন রাহাতের নেতৃত্বে সদর উপজেলা শাখার আহ্বায়ক মোঃ শরিফুল ইসলাম, সদস্য সচিব মোঃ আল মাছুম সেখ, সদস্য আলমগীর হোসেন, বুড়িপোতা ইউনিয়ন আহব্বায়ক মোঃ সবুজ রেজা প্রমুখ।

এসময় নবাগত জেলা প্রশাসক ডাঃ মোহাম্মদ মনসুর আলম খান বলেন বাংলাদেশ কংগ্রেস নতুন রাজনৈতিক দল। এ দলের সকল নেতাকর্মীকে অভিনন্দন।

গাংনীতে সিআইজি গ্রুপের মাঝে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে সরকারের ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল প্রোগ্রাম ফেজ । (এনএটিপি-২) এর আওতায় এআইএফ-২ ম্যাচিং গ্রান্ট উপ প্রকল্প থেকে সিআইজি গ্রুপের মাঝে কৃষি যন্ত্রপাতি (পাওয়ার ট্রিলার) বিতরণ হয়েছে।

আজ বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে কৃষি অফিসের সামনে থেকে এ কৃষি যন্ত্রপাতি (পাওয়ার ট্রিলার) গুলো বিতরণ করা হয়।

কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সোহেল রানা’র সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ। কৃষি যন্ত্রপাতি (পাওয়ার ট্রিলার) গুলো ৫ টি পুরুষ ও ১ টি মহিলা সিআইজি’র মাঝে বিতরণ করা হয়।

প্রত্যেকটি পাওয়ার ট্রিলার ১ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। মোট মূল্যের ৭০ ভাগ অর্থাৎ ৮৮ হাজার ৯ শ’ টাকা সরকার ভর্তুকি দিয়েছে এবং সিআইজি গ্রুপের সদস্যরা কেবলমাত্র ৩০ ভাগ অর্থাৎ ৩৮ হাজার ১শ’ টাকা জমা দিয়েই পাওয়ার ট্রিলারের মালিক হতে পারছেন।

সিআইজি গ্রুপগুলো হলো: গাড়াবাড়িয়া, মটমুড়া ক্লাব পাড়া, কুমারীডাঙ্গা, চেংগাড়া ও হিন্দা পুরুষই সিআইজি এবং গাড়াডোব মিলপাড়া মহিলা সিআইজি।

গাংনীর সাহারবাটি ইউপি ভুমি অফিসের প্রচীর নির্মাণ

স্থাগিতের দাবীতে মানববন্ধন

গাংনীর সাহারবাটি ইউনিয়ন ভুমি অফিসের প্রাচীর নির্মাণ স্থগিতের দাবীতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে এলাকাবাসী।

বৃহষ্পতিবার দুপুরে ভাটপাড়া জেলা প্রশাসক ইকোপার্ক সংলগ্ন রাস্তায় এলাকার শতশত মানুষ বিক্ষোভ শেষে মানববন্ধন করে। এলাকাবাসীর মানববন্ধনে ও অভিযোগের ভিত্তিতে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে প্রাচীর নির্মাণ কাজ স্থগিতের আহব্বান করেন ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে।

এসময় উত্তেজিত জনগনকে শান্ত করতে এবং সমস্যার স্থায়ী সমাধনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বক্তব্যে এম এ খালেক বলেন, ভাটপাড়া বাজার ও ডিসি ইকোপার্ক এলাকাবাসীর একটি প্রাচীণ ঐতিহ্য। এ ঐতিহ্য রক্ষা করার যে দাবী করেছে এলাকাবাসী তা অবশ্যই যৌক্তিকতা রয়েছে। তাছাড়া মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে সবজি ব্যবসায়ীরা ভাটপাড়া বাজারে আসেন।

সেখানে রয়েছে একটি ব্রিটিশ আমলের খেলার মাঠ। বিভিন্ন দিবসে রাস্তায় হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়। শুরু হয় চরম যানজট । সেখানে রাস্তা ঘেঁসে ভুমি অফিসের প্রাচীর নির্মাণ করা হলে ইকোপার্ক ও বাজারের জায়গা সংকুচিত হবে এবং নষ্ট হবে দর্শনীয় ও প্রয়োজনীয় স্থানগুলির সৌন্দর্য। তাই উপজেলা প্রশাসনের সাথে আলাপ আলোচনা করে প্রাচীর নির্মাণ স্থগীত করনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মানববন্ধনে আরো বক্তব্য রাখেন, ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মশিউর রহমান,সহকারি শিক্ষক আব্দুর রহিম, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম তৌহিদ, নওপাড়া বাজার কমিটির সভাপতি ও ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সাবেক সভাপতি আবুল বাসারসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ।

মানববন্ধন শেষে বিকেলে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে এলাকাবাসীর দাবী নিয়ে গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার রেজা মহম্মদ সেলিম শাহনেওয়াজের সাথে দেখা করেন এলাকাবাসী।

ভুমি অফিসের প্রাচীর নির্মাণ কাজ প্রধান সড়ক থেকে ২০ ফিট দূরে করার দাবী তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন এলকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। পরে জনগনের স্বার্থে জনগনের দাবীর সাথে একত্মতা ঘোষণা করেন উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন, আমি বিষয়টি ছোট-খাটো বা ব্যক্তি স্বার্থ বলে মনে করেছিলাম। কিন্ত এখন বিষয়টি জনস্বার্থে এলকাবাসী দাবী করেছেন তাই চলমান প্রাচীর নির্মাণ কাজ সাময়িক ভাবে স্থগিত থকবে এবং বিষয়টি উর্দ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিরসন করা হবে।

ঈদের ছুটিতে গণপরিবহন চলবে: সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, আসন্ন ঈদুল আজহার ছুটিতে গণপরিবহন চলাচল করবে। সড়ক পরিবহনমন্ত্রী বৃহস্পতিবার ঈদে গণপরিবহন চলাচল বিষয়ে এক ভিডিও বার্তায় এ কথা বলেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, ঈদে গণপরিবহন চলাচল নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। আমি দেশবাসীকে বিষয়টি পরিষ্কার করতে চাই, আসন্ন ঈদুল আজহায় দেশব্যাপী গণপরিবহন চলাচল করবে। তবে প্রতি বছরের ঈদযাত্রার মতো ভারী পরিবহন তিনদিন আগে বন্ধ থাকবে। এরমধ্যে জরুরি সার্ভিস, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য যেমন, পচনশীল দ্রব্য ছাড়াও ওষুধ, গার্মেন্টস সামগ্রী ও পশুবাহী গাড়ি নিষেধাজ্ঞার আওতামুক্ত থাকবে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিস্তারিত জানাবে বলে তিনি জানান।

আরো পড়ুন: দেশে বনভূমির পরিমাণ ২৫ শতাংশে উন্নীত করবো: প্রধানমন্ত্রী

ওবায়দুল কাদের বলেন, আমি সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঈদযাত্রায়

সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানাচ্ছি। না হয় ঈদের আনন্দ অচিরেই বিষাদে রূপ নিতে পারে। কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি না মানলে করোনা সংক্রমণের মাত্রা উচ্চ ঝুঁকিতে পৌঁছে যাবে বলে ইতোমধ্যে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলন, আসুন আমরা সবাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তার নির্দেশনাগুলো প্রতিপালন করি। স্বাস্থ্যসুরক্ষা, নিজেদের সুরক্ষা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলি। আমরা ঘরে অবস্থান করি। যার যার কর্মস্থলে অবস্থান করি। এটাই সবার কাছে প্রত্যাশা। বাসস

সূত্র- ইত্তেফাক

‘জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের থেমে থাকার সুযোগ নেই’

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের থেমে থাকার কোন সুযোগ নেই। বৃহস্পতিবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তর, সংস্থা এবং বিভিন্ন অনুবিভাগের প্রধানদের সাথে ‘ভার্চুয়াল’ আলোচনা সভায় তিনি একথা বলেন।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী বলেন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের সম্পৃক্ততা রয়েছে। মন্ত্রণালয়সমূহ অনেক কাজেই এই মন্ত্রণালয়ের উপর নির্ভর করে। তাছাড়া করোনাকালীন কিছু ক্ষেত্রে সীমিত পরিসরে কাজ হলেও আমাদেরকে অধিক সর্তকতা ও গতিশীলতার সাথে কাজ করতে হয়েছে। এই সংকটকালীন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হয়েছে। জনপ্রশাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও গতিশীল মন্ত্রণালয়, তাই এই মন্ত্রণালয়ের থেমে থাকার কোনো সুযোগ নেই।

তিনি আরো বলেন, করোনা পরিস্থিতির মধ্যে আমরা নিজেদেরকে ‘ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম’ এর সাথে অভ্যস্ত করতে পেরেছি। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশের বাস্তবায়ন হয়েছে।

ফলে আমরা এই সংকটকালীনও অনেক নিরাপদে থেকে কাজ করে যেতে পারছি। তিনি বাংলাদেশকে এই সক্ষমতার জায়গায় আনতে পেরেছিলেন বলেই আজ আমরা প্রতিকূলতার মাঝেও আমাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পেরেছি। সারা বিশ্ব যখন একটি বিপর্যয়কর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তখন আমরা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রেখে অত্যন্ত সাবলীলভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

প্রতিমন্ত্রী ভবিষ্যতে জনগণকে আরো দ্রুত ও কার্যকরভাবে সেবা প্রদানের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় অর্থবহভাবে ও সক্রিয়তার সাথে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করার আহ্বান জানান।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব শেখ ইউসুফ হারুনের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের রেক্টর, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমির রেক্টর, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) এর মহাপরিচালক, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের পরিবহন কমিশনার, সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের পরিচালক, মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনুবিভাগের প্রধানগণসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

সূত্র- ইত্তেফাক